গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা | ৩ - ৯ মে ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বামপন্থী মনোভাবাপন্ন জনগণের প্রতি এস ইউ সি আই (সি)-র আবেদন

আমাদের দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে পশ্চিমবাংলার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। আমরা সকলেই তার উত্তরসূরী। এ দেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন বিপ্লবী ধারার পীঠস্থান ছিল অবিভক্ত বাংলা। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের সরকার। পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদের ঐতিহ্যবাহী এই পশ্চিমবাংলা সামিল হয়েছিল প্রতিবাদে-প্রতিরোধে। গড়ে উঠেছিল ঐতিহাসিক বামপন্থী গণআন্দোলন। সাধারণ মানুষের ছিল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এবং লাল ঝান্ডার প্রতি তীব্র আকর্ষণ। একটার পর একটা গণআন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বাংলার বুকে। লড়াইয়ের সামনের সারিতে বুক চিতিয়ে দাঁড়াত প্রাণোচ্ছল ছাত্র-যুব সমাজ, গ্রামের কৃষক, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক। সামিল হতেন কৃষক রমণীরাও। সেই আন্দোলনের উপর নির্বিচারে লাঠি-গুলি চালিয়ে কংগ্রেস সরকার নামিয়ে এনেছিল নির্মম পুলিশি অত্যাচার। শুধু কর্মীরা নয়, জনসাধারণও তেজ, সাহস ও আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়ে পুলিশের অত্যাচার সত্ত্বেও সংগ্রামে ছিল অবিচল। সে দিন তাদের রক্তে ভেসে গিয়েছিল কলকাতার রাজপথ, গ্রামাঞ্চলের মাটি। রক্তঝরা সেই আন্দোলন শাসকের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে তাই প্রতিবাদ মুখর কলকাতা ছিল 'মিছিল নগরী', 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। '৫৩ সালের ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, '৫৪ সালের ঐতিহাসিক শিক্ষক আন্দোলন, মেডিকেল আন্দোলন, শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও পাট্টার দাবিতে আন্দোলন, '৫৬ সালের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, গোয়া মুক্তি আন্দোলন, '৫৯ ও '৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন— সব মিলিয়ে এই পশ্চিমবাংলা পরিচিতি লাভ করেছিল বামপন্থী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে। কত ছাত্র যুবক মহিলা, কত শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের সেই গতিধারায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে—তার ইয়ত্তা নেই। সেই সমস্ত শহিদের পরিচয় হিন্দু কিংবা মুসলমান ছিল না। তাদের একমাত্র পরিচয় ছিল, তারা বামপন্থী গণআন্দোলনের শহিদ। সেই স্মৃতি আজও অনির্বচনীয় প্রেরণায় পরিপূর্ণ। বামপন্থী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা নিজেদের গুণাবলির জন্য জনগণের কাছে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বেদনার হলেও এ কথা সত্য, ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশের পর সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো দলগুলি গণআন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে একদিকে আপসমুখী, সুবিধাবাদী মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল অপর দিকে অন্য দলগুলির উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল। পরিণামে সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনের গৌরব ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। জনগণের মধ্যে বামপন্থী দলগুলির শ্রদ্ধার আসনও নষ্ট হয়। গণআন্দোলনের পরিবর্তে যে কোনও প্রকারে সরকারি ক্ষমতা দখল করার লিপ্সায়, শক্তির আস্ফালনে বামপন্থী ঐক্যকে নষ্ট করার ফলেই বামপন্থী আন্দোলনের গৌরব মসীলিপ্ত হতে থাকে। বিস্তৃত সে ইতিহাস। এরই সুযোগ নিয়ে প্রায়

সাতের পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৪২টি ও সারা দেশে ১৫১টি আসনে
বিপ্লবী বামপন্থী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
প্রার্থীদের জয়ী করুন

আমেরিকার বীর ছাত্রসমাজ ! অভিনন্দন

আমেরিকায় ছাত্র বিক্ষোভ ভাঙার জন্য পুলিশি অত্যাচারের একটি ছবি দেখে শিউরে উঠেছে গোটা বিশ্ব। আটলান্টার ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকা বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদ করতেই তাঁকে মাটিতে উল্টো করে ফেলে পা দিয়ে পিঠ চেপে ধরেছে দুই পুরুষ পুলিশ। তাঁর দুই হাত জোর করে মুচড়ে পিছনে নিয়ে গিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, 'আমি একজন অধ্যাপিকা'— কিন্তু কোনও

পাঁচের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের প্রতি সংহতি এস ইউ সি আই (সি)-র

আমেরিকার আন্দোলনরত ছাত্রদের প্রতি সমর্থন এবং সংহতি জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন— ইজরায়েলের খুনি-নীতির প্রতি মার্কিন সরকারের সমর্থনের পরিণামে গাজার বুকে ভয়ঙ্কর গণহত্যা চলছে। এর প্রতিবাদে আমেরিকার ছাত্রসমাজ সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাঙ্গণে লাগাতার বিক্ষোভ-আন্দোলন চালাচ্ছেন। তাঁরা আরও একবার ইতিহাস সৃষ্টি করছেন। ছাত্ররা নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী শিবির তৈরি করে চব্বিশ ঘণ্টা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের দাবি, মার্কিন সরকার ইজরায়েলের প্যালেস্টাইন আক্রমণকে সমর্থন করা বন্ধ করুক, প্যালেস্টাইনের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ হোক। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে অত্যাচার চালাচ্ছে ও তাঁদের গ্রেপ্তার করছে। এই ছাত্র আন্দোলন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে আমেরিকার মানুষের ঐতিহাসিক আন্দোলনের কথা। আমরা, ভারতবর্ষের জনগণের পক্ষ থেকে আমেরিকার সংগ্রামী ছাত্রদের এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি জানাচ্ছি।

ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ এই ছাত্র আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি জানিয়ে ছাত্রসমাজের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, বৌদ্ধিক সম্পদ বা অন্য কোনও সম্পদ যুদ্ধ ও গণহত্যার কাজে লাগানোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস-এর সাধারণ সম্পাদক ছবি মহান্তি বলেন, ছাত্রী এবং অধ্যাপিকাদের গ্রেপ্তার করতে গিয়ে পুরুষ পুলিশকর্মীরা যেভাবে নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ করছে তা সভ্যতাবিরোধী।

হুগলিতে দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা

মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন শ্রীরামপুর, আরামবাগ ও হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী যথাক্রমে কমরেডস প্রদ্যুৎ চৌধুরী, সুকান্ত পোড়েল ও পবন মজুমদার

বিদ্বেষ-বিষই শেষ ভরসা বিজেপির

একা রামমন্দির হাসতে হাসতে ভোট-বৈতরণী পার করে দেবে— নিশ্চিত ছিলেন বিজেপি নেতারা। তাই, এমনকি অযোধ্যার অসমাপ্ত মন্দিরও বিপুল প্রচার আর প্রবল জাঁকজমকে তড়িঘড়ি উদ্বোধন করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। পাত্তা দিলেন না শঙ্করাচার্যদের আপত্তিকেও। কিন্তু দেশ জুড়ে মাতন তেমন লাগল কই! সাত ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির স্বপ্ন দাগ কাটছে না মানুষের মনে। সব কা সাথ সব কা বিকাশ, ভারতকে বিশ্বগুরু বানানোর স্লোগান পুরনো হয়ে গেছে। সামনে এসে যাচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের মতো জ্বলন্ত সমস্যাগুলি। ফলে শত শত কোটি টাকা খরচ

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্বেষ-বিষই শেষ ভরসা বিজেপির

একের পাতার পর

করে ‘মোদি কি গ্যারান্টি’-র রঙিন বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ করে দিতে হল গোটা দেশ। এখন রেডিও-টিভি-রাস্তাঘাট-রকমারি ওয়েবসাইট— সর্বদিকেই মোদিজির ‘গ্যারান্টি’-র ফুলঝুরি। ইতিমধ্যে শুরুও হয়ে গেছে বহু প্রতীক্ষিত লোকসভা নির্বাচন। কিন্তু কী আশ্চর্য! প্রথম দফার ভোটে, বিশেষ করে যে অঞ্চলটিকে ‘গো-বলয়’ বলা হয় সেই বিজেপি আধিপত্যের উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান ও পশ্চিম মহারাষ্ট্রে হিন্দু সমাজের মধ্যে ভোট দেওয়ার সেই উৎসাহ কোথায়! এমনকি বিজেপির খোদ কর্মী-সমর্থকদের একটা অংশ পর্যন্ত নানা কারণে ভোট না দিয়ে ঘরে বসে থেকেছেন! এই অবস্থায় ভোটবাক্স ভরানোর উদগ্র বাসনায় আবার তাঁদের পুরনো অস্ত্রটিকেই হাতে তুলে নিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা। দেশের নাগরিকদের হিন্দু-মুসলমানে ভাগ করে হিন্দুদের মনে মুসলিম-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে সব মুখোশ খুলে নেমে পড়েছেন বিজেপি নেতারা। বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন মিথ্যাচারের।

গত ২১ এপ্রিল রাজস্থানের বাঁশওয়াড়ায় এবং তার পরের দিন উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কংগ্রেসের ইশতেহারের নিন্দা করে বলেছেন, সেখানে দেশের সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার কথা রয়েছে। অত্যন্ত জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করে তিনি বলেছেন, “কংগ্রেস ক্ষমতা হাতে পেলে আপনাদের সম্পত্তি তুলে দেবে ‘অনুপ্রবেশকারীদের’ হাতে, তুলে দেবে তাদের হাতে ‘যাদের ঘরে বাচ্চা-কাচ্চার সংখ্যা বেশি’।” মোদিজি এমনও বলেছেন যে, দেশের মা-বোনেদের মঙ্গলসূত্র তা-ও নাকি বেহাত হয়ে যাবে।

এমন অবান্তর কথা যে কোনও রাজনৈতিক দলের ইশতেহারেও থাকতে পারে না, সে তারা যতই জনস্বার্থবিরোধী হোক— এ কথা নিতান্ত অন্ধভক্ত না হলে যে কেউই ধরতে পারবেন। তা সত্ত্বেও স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন এ হেন যুক্তি-বুদ্ধিহীন মিথ্যা প্রচার দিয়ে ভোটের আসর মাত করার চেষ্টা করেন, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি এবং তাঁর দল এবারের নির্বাচনে জয় সম্পর্কে গভীর অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। শুধু মোদিজি নন, বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডা সহ অন্যান্য নেতারাও যে ভাবে একই গালগল্প ছড়িয়ে চলেছেন, তাতে বোঝা যায়, এবারের ভোটেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর সেই পুরনো হাতিয়ারটিই বিজেপির শেষ সম্বল।

বাস্তবে জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে নরেন্দ্র মোদির উত্থানই ঘটেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদ তথা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অস্ত্রটি হাতে নিয়ে। সেই ২০০২ সালে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে প্রকাশ্য জনসভায় সরাসরি তিনি মুসলমানদের সন্তানসংখ্যা নিয়ে কুৎসিত বিদ্রূপ করেছিলেন। ওই বছরেই কুখ্যাত গুজরাট গণহত্যার পর রাজ্যের মুসলমানরা যে সব ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেগুলিকে ‘সন্তান উৎপাদনের কারখানা’ আখ্যা দিয়ে দিলেন। গোটা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এর তীব্র নিন্দায় ফেটে পড়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আর বিজেপি আজ সমার্থক। লোকসভা, বিধানসভা বা আঞ্চলিক— প্রতিটি নির্বাচনেই বিজেপি দলটি নোংরা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে, দাঙ্গা বাধিয়ে, মেরুকরণ ঘটিয়ে যেন-তেন-প্রকারেণ জেতার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বার বার এতে সাহায্য করেছেন নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির তাবড় নেতারা। কখনও মুসলমানদের অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিয়ে, কখনও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে হিন্দুদের সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব আতঙ্ক ছড়িয়ে, কখনও সিএএ-এনআরসি চালু করে মুসলমানদের নাগরিকত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে মুসলিম বিদ্বেষের রাজনীতি চালিয়ে গেছেন তাঁরা।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের এই কুৎসিত রাজনীতি বিজেপি দলটির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাস্তবে এ ছাড়া দেশের সাধারণ মানুষকে মাতিয়ে রাখার অন্য উপায়ও বিশেষ নেই তাদের হাতে। গোটা দেশের অর্থনীতি আজ ভয়ঙ্কর ভাবে বিপন্ন। ব্রিটিশ আমলের চেয়েও দুস্তর বৈষম্য কায়েম হয়েছে দেশের হাতে গোনা একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। দেশে নারী-নিরাপত্তার অস্তিত্ব নেই। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, নারী-নির্যাতন, নারীহত্যা, শিশুমৃত্যু, নারী ও শিশু পাচারের পরিসংখ্যান ক্রমাগত আকাশ ছুঁতে চলেছে। গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা পরিষেবা বঞ্চিত হয়েছে ধুঁকছে দেশের কোটি কোটি মানুষ। ২০২৩-এর বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারত নেমে গেছে ১১১ তম স্থানে। দেশের সম্পদ মুসলমানদের হাতে চলে যাওয়ার আতঙ্ক ছড়াতে চাইছেন মোদিজি। অথচ বিজেপি-শাসনাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই সেই সম্পদ অর্থাৎ বিমানবন্দর, বন্দর, খনি, বিদ্যুৎ প্রকল্প, রেলদপ্তর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত বহু সংস্থা জলের দরে তুলে দিয়েছে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে। বাস্তবে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে কেন্দ্রে কংগ্রেস ও বিজেপির শাসনে নিঃস্ব হয়ে গেছেন দেশের অর্ধেক মানুষ। সবার নিচে থাকা দেশের ৫০ ভাগ মানুষের হাতে এখন রয়েছে মোট সম্পদের মাত্র ১ ভাগ। দিনে দিনে আরও ফুলেফেঁপে উঠছে হাতে-গোনা কয়েকটি কর্পোরেট পুঁজিপতির মুনাফার সিন্দুক, আর দিনে দিনে নিঃস্বতর হয়ে যাচ্ছেন কোটি কোটি মেহনতি মানুষ। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, দেশের ৭০ কোটি সাধারণ মানুষের মোট সম্পদের সমান সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ মাত্র ২১ জন পুঁজিপতি। ২০১২ থেকে ২০২১-এর মধ্যে দেশে তৈরি হওয়া সম্পদের ৪০ শতাংশই চলে গেছে মাত্র ১ শতাংশের হাতে। দেশে গণতন্ত্রের হাল বিপন্ন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত নামছে। সরকারি নীতির বিরোধিতাকেই রাষ্ট্রবিরোধিতা বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। হয় কথায় নয় কথায় বিরোধী মত প্রকাশকারীদের জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে, চাপানো হচ্ছে জামিন অযোগ্য কঠিন থেকে কঠিনতর ধারা। এদিকে ২০১৪ সালে প্রথম বার সরকারে বসার পর থেকে জনসাধারণকে দেওয়া বিজেপি সরকারের ‘আচ্ছে দিন’, ‘সব কা সাথ সব কা বিকাশ’ ইত্যাদি প্রতিটি প্রতিশ্রুতিই মিথ্যাচার বলে প্রমাণিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি আবার নির্বাচনী বন্ড নিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি দেশের মানুষের সামনে এই দলটির মনমোহিনী মুখোশের শেষ আবরণটুকুও টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে।

সব মিলিয়ে এ বারের নির্বাচনে বিজেপির অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়। মানুষের কাছে কী বলে ভোট চাইবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতারা। তাই শেষ আশ্রয় হিসেবে আবার ঘষে মেজে চকচকে করে তোলার চেষ্টা করতে হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-মাখা হাতিয়ারটিকেই। যদিও সেই হাতিয়ার দিয়েও এবার কার্যসিদ্ধি হবে কিনা মোদিজি নিজেও তাতে সন্দিহান। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিরোধী। তাঁরা ভারত দেশটিকে সমস্ত ধর্মের মানুষের স্বভূমি বলেই মনে করেন। আরও একটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। গত ১৭ এপ্রিল ছিল রামনবমী। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েক বছর ধরে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা উত্তেজক পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। এ বছর দিনটি ভোটের ঠিক আগে এসে যাওয়ায় সেই সম্ভাবনা এবারেও ছিল প্রবল। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বিহারের এক জনসভায় রামনবমীতে ‘ধর্মবিরোধীদের পাপ মনে রাখা’-র হুমকিও দিয়ে রেখেছিলেন যা সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এত সত্ত্বেও এ বছর কোথাওই এই দিনটিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি উগ্র ধর্মবাদীরা। স্পষ্টতই এ একটা শুভ ইঙ্গিত। বোঝা যায়, ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত নির্বিশেষে জীবনযন্ত্রণায় জেরবার সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরির এই নোংরা প্ররোচনায় পা দিতে আর রাজি নয়। ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দলবল যতই তাঁদের সাম্প্রদায়িক বিভেদের অস্ত্রে শান দিন, আশা করাই যায়, সে অস্ত্রকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলবে দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ।

কলেজ স্ট্রিটে শিক্ষকদের বিক্ষোভ

যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল না করা এবং নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের শাস্তির দাবিতে ২৯ এপ্রিল কলকাতার কলেজ স্ট্রিট মোড়ে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির (এসটিইএ) সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান এবং অবরোধ করেন

নির্বাচনী প্রচার

ট্যাংরায় পথসভায় বক্তব্য রাখছেন উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র। ২৮ এপ্রিল

আসামের করিমগঞ্জে এসইউসিআই(সি)-র নির্বাচনী প্রচার

মোদিজির গ্যারান্টি
বিকাশের নয়, সর্বনাশের

খবরের কাগজ কিংবা টিভি বা সমাজমাধ্যম খুললেই ‘মোদি কি গ্যারান্টি’-র বিজ্ঞাপনের স্রোত। লোকসভার নির্বাচনী ইস্তাহারেও ‘মোদি কি গ্যারান্টি’-র ঘোষণা— আগে জনসেবার জন্য তারা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— রামমন্দির, জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার এবং সিএএ চালু সবগুলোই করেছে। জনসেবার বাকি কাজগুলিও নাকি তারা অল্প দিনেই করে ফেলবেন!

মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, ভোটের আগে সরকার যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা পরিণত হয় ভাঁওতায়। আর তাদের শাসনে যা হয় সেটাই আসল গ্যারান্টি। এবার দেখা যাক মোদি সরকারের দশ বছরের শাসনের আলোকে ‘মোদি কি গ্যারান্টি’ বাস্তবে কী।

প্রধানমন্ত্রীর আসল গ্যারান্টি

বেকারত্ব বাড়বেই— গ্যারান্টি মোদি শাসনে ঃ বেকারত্ব গত পাঁচ দশকের মধ্যে শীর্ষে। রয়টারের রিপোর্ট— ভয়াবহ বেকারির প্রতিফলন ভোটে পড়ার আশঙ্কায় রয়েছে মোদি সরকার। বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি অতীত। নতুন চাকরি দূর অস্ত, চাকরি থেকে ছাঁটাই হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। ২০২২-২৩ এ বিশ্বে যত ছাঁটাই হয়েছে তার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ভারত। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবেই ২০১৪ থেকে ২৩-এর মধ্যে স্থায়ী চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার কর্মী। অস্থায়ী, ক্যাজুয়াল কাজের সঠিক পরিসংখ্যান নেই। নিরুপায় যুবসমাজ কাজের খোঁজে এমনকি রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ইউক্রেনে যুদ্ধ করে প্রাণ দিচ্ছে। সরকার বেকার যুবকদের যুদ্ধরত ইজরায়েলে পাঠাচ্ছে। রয়টারের ২৬ জন অর্থনীতিবিদের মধ্যে ১৫ জনই মনে করেন, বেকারির জন্য নির্বাচনে মোদি সরকারকে বেগ পেতে হবে। পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের তথ্য বলছে, ২০১৩-১৪ সালে বেকারির হার ছিল ৩.৪ শতাংশ। এ বছর মার্চেই বেকারির হার ছিল ৭.৬ শতাংশ (সিএমআইই-র তথ্য)। যদিও এই তথ্য বাস্তবের অনেক নিচে। উত্তরপ্রদেশে ৩৬২টি পিওনের পদের জন্য আবেদন করেছিল ২৩ লক্ষ বেকার। সম্প্রতি ৬০ হাজার কনস্টেবল পদের জন্য ৪৮ লক্ষ যুবক আবেদন করেছিল। যদিও প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। ফলে বেকারি বাড়বেই। পাক্কা গ্যারান্টি।

গ্যারান্টি— মূল্যবৃদ্ধি কমবে না ঃ ২০১৪ সাল থেকে দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাস্তবটা হাতে হাতে টের পাচ্ছেন দেশের মানুষ। খোদ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পর্যন্ত জানিয়ে দিয়েছে দাম কমবে না (বর্তমান-২৫ এপ্রিল)। এই বছরের মার্চে মূল্যবৃদ্ধির হার প্রায় ৫ শতাংশ (৪.৮৫ শতাংশ)। জানা গেছে, সারা বছর মূল্যবৃদ্ধির গড় হার এটাই থাকবে। আবার বেশ কিছু অর্থনীতিবিদের মতে, মূল্যবৃদ্ধি আরও ঘটবে। মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কারণে। নিশ্চিতভাবেই ঘটবে।

গ্যারান্টি— অনাহার বাড়বেই ঃ ২০২৩-এ গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারতের লজ্জাজনক স্থান ১১১। ২০১৪-তে ভারত ছিল ৬৬-তে। ২০২২-এ ছিল ১০৭। কত নেমেছে হিসাব করুন। দেশে প্রতিদিন ৭ হাজার লোক অনাহারে মারা যায়, প্রতিদিন ২০ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়। বিশ্বের ৭৯ কোটি মানুষের দু’ বেলা নিয়মিত খাবার জোটে না (রাষ্ট্রপুঞ্জের সাম্প্রতিক রিপোর্ট)। এই শাসনে এর অন্যথা হবে না।

গ্যারান্টি— গরিবি বাড়বেই ঃ মোদি শাসনে বৈষম্য আকাশ ছুঁয়েছে। দেশের মোট সম্পদের ৬০ শতাংশ ৫ শতাংশ ধনীর ভাণ্ডারে। নিচের ৫০ শতাংশ দেশবাসীর হাতে মাত্র ১ শতাংশ সম্পদ। বিশ্বে যত গরিব রয়েছে, তার তিন ভাগের এক ভাগ ভারতে। বিজেপি ঘোষিত ‘অমৃতকাল’-এ দেশের ৫৭ শতাংশ

মানুষের প্রয়োজনীয় খাবার কেনার পয়সা নেই।

গ্যারান্টি— শিশুঅপুষ্টি ও মৃত্যু বাড়বে ঃ হাঙ্গার ইনডেক্স ২০২৩-এর রিপোর্ট সবচেয়ে কম ওজনের, রুগ্ন-অপুষ্ট শিশুর সংখ্যায় ভারত রয়েছে শীর্ষে—১৮.৭ শতাংশ। দেখা গেছে, ২০২৩-এ প্রতি ১০০০টি সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে মারা যায় ২৬টিরও বেশি।

গ্যারান্টি— অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য, বিপন্ন মহিলাদের নিরাপত্তা ঃ মোদি শাসনের গত ৫ বছরের পরিসংখ্যান, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে পণজনিত বধূহত্যার হার যথাক্রমে দেশে সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয়। তৃতীয় স্থানে মধ্যপ্রদেশ। নারী পাচার ও নারী ধর্ষণে প্রথম সারিতে। এনসিআরবি-র তথ্য অনুযায়ী মহিলাদের বিরুদ্ধে সার্বিক অপরাধের ঘটনা ২০২২ সালের তুলনায় ’২৩-এ ৪ শতাংশ বেড়েছে। বিলকিস বানোর ধর্ষণকারীদের মুক্তি, হাথরসের নির্যাতিতাকে পুড়িয়ে মেরে প্রমাণ লোপাটে অভিযুক্তদের বিচার না হওয়া, উন্নাওয়ে নির্যাতিতার সাক্ষী লোপাটের জন্য পরিবারের সদস্যদের হত্যা, কাঠুয়ায় বালিকা নির্যাতন ও খুনে অভিযুক্তদের শাস্তি না হওয়া ইত্যাদি। রামমন্দির বানানো উত্তরপ্রদেশেই ধর্ষণের সংখ্যা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

গ্যারান্টি— আরও বাড়বে কৃষকের আত্মহত্যা ঃ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইন পাশ করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিজেপি সরকার তা চালু করেনি। ফসলের দাম না পেয়ে ২০১৪ থেকে এক লক্ষের বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছে। ২০২২-এ ভারতে ১১ হাজার ২৯০ জন কৃষিক্ষেত্রে আত্মহত্যা করেছে (৫,২০৭ কৃষক ও ৬,০৮৩ কৃষি-শ্রমিক)। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩-এর ‘দ্য ওয়্যার’ লিখছে, মোদি জমানায় প্রতিদিন ৩০ জন কৃষক আত্মহত্যা করে।

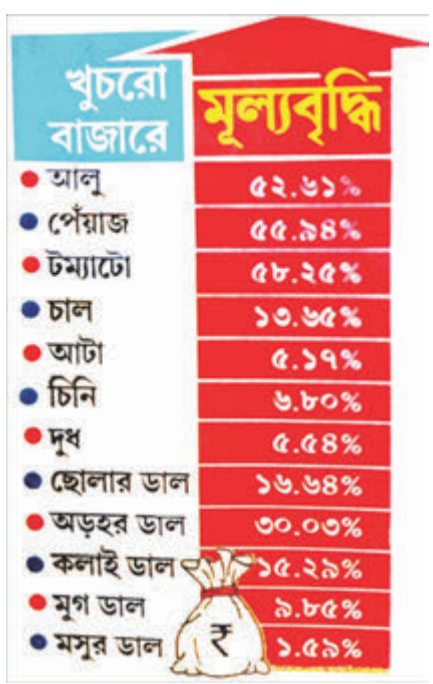

বর্তমান পত্রিকা। ২৯ এপ্রিল, ২০২৪

গ্যারান্টি— সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধি ঃ সমস্ত উন্নয়নের দাবি, গ্যারান্টিকে পিছনে ঠেলে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নির্বাচনে বিদ্বেষ এবং বিভেদের রাজনীতিকেই বেছে নিয়েছেন। গুজরাট, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ সহ নানা স্থানে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিজেপির অন্য নেতা-কর্মীরাও লাগাতার উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখে চলেছেন। তার পরিণামে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছে বহু জায়গায়। গো-রক্ষার নামে সংখ্যালঘু মানুষের উপর যথেচ্ছ আক্রমণ চলছে। শাসক দল বুলডোজার দিয়ে সংখ্যালঘুদের বাড়ি-দোকান গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। পরিণতিতে বহু মানুষ ঘরছাড়া, রুটি-রুজি হারিয়ে বিপর্যস্ত। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বহু জন। গরিব মানুষের আর্থিক কষ্টের সাথে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের ভিত্তিতে তৈরি বিভেদ-রাজনীতির বিষময় ফল।

গ্যারান্টি— দুর্নীতিচক্রের রমরমা ঃ নোটবাতিল করে কালো টাকার মালিকদের শায়েস্তা করা হবে— প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পরিবর্তে এই প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতিরা তাদের বিপুল কালো টাকাকে সাদা করে নেওয়ার সুযোগ পেল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নাগরত্ন স্বয়ং বলেছিলেন, কালো টাকা সাদা করার ভালো উপায় নোটবাতিল। নীরব মোদি, মেহুল চোক্সী, ললিত মোদি, বিজয় মালিয়া সহ বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে প্রশ্রয় দিয়েছে মোদি সরকার। এমনকি তাদের মধ্যে অনেকেই বিদেশে পালিয়ে যেতে পেরেছে বিজেপি নেতাদের সাহায্যে। মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গ আদানিদের উত্থানের পিছনে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুললেও মোদি সরকার অভিযোগের তদন্ত না করে হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে। নির্বাচনেও জনার্দন রেড্ডি, অশোক চহ্বন, নবীন জিন্দাল, চন্দ্রবাবু নায়ডুদের বিরুদ্ধে এক সময় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোচ্চার ছিলেন বিজেপি নেতারা। আজ তাঁরা সবাই বিজেপির নেতা, নায়ডু জোটসঙ্গী। বিগত ১০ বছরে পুঁজিপতিদের ৫৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব ও ছাড় দিয়েছে মোদি সরকার।

নির্বাচনী বন্ড দুর্নীতিতে সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছে বিজেপি। ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্য সংস্থাও কাজের বরাত পেয়েছে। ৩৮টি কর্পোরেট গোষ্ঠী বন্ডের মাধ্যমে বিজেপিকে অনুদান দিয়ে ১৭৯টি বড় কাজের বরাত পেয়েছে। সেই কাজের অর্থমূল্য ৩.৮ লক্ষ কোটি টাকা।

গ্যারান্টি— ভেজাল ওষুধ বাড়বে, দামও হবে আকাশছোঁয়া ঃ নির্বাচন কমিশনের ১৪ মার্চ প্রকাশিত তথ্যে জানা যাচ্ছে, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে ৩৫টি ওষুধ উৎপাদনকারী সংস্থা বিজেপি সহ কিছু রাজনৈতিক দলের তহবিলে অনুদান দিয়েছে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭টি বড় কোম্পানি তাদের ওষুধের গুণমান পরীক্ষায় ফেল করার পরই ওই বন্ড কিনে টাকা দিয়েছে এবং ফেল করা ওষুধগুলোও বাজারে রমরমিয়ে চলছে।

গ্যারান্টি— চিকিৎসার দশা আরও বেহাল হবে ঃ ২০১৭-র ল্যানসেটের তথ্য বলছে, ১৯৫টি দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় ভারত রয়েছে ১৫৪তে। টিবি, ডায়াবেটিস, কিডনি, হার্টের রোগীরা পর্যন্ত চিকিৎসা পাচ্ছেন না ঠিকমতো। জরুরি ওষুধের দামও আকাশছোঁয়া। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবসার রমরমা। দেশে প্রতিদিন ১০ হাজার মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

গ্যারান্টি— শ্রমিকের জীবন আরও দুর্বিষহ হবে ঃ শ্রমিক উন্নয়নের জন্য গালভরা ‘বিশ্বকর্মা যোজনা’র ঘোষণা করেছে সরকার। অথচ শ্রমিকদের জীবন অন্ধকারময়। সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকদের দুর্দশা ভয়াবহ। বেপরোয়া ছাঁটাই চলছে। **শুধু ২০২২ সালেই ৭ লক্ষ ২৪ হাজার ছোট-বড় কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে।** নামমাত্র আয়ের জন্য বেকার যুবকদের দাস শ্রমিকের মতো খাটতে বাধ্য করছে মালিকরা। ঘণ্টার হিসাব নেই, স্থায়ী শ্রমিক প্রায় নেই, বেশিরভাগ চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক। শ্রমিকদের অধিকার বলে কিছু নেই, এমনকি দাবি জানানোর জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেড ইউনিয়ন করারও অধিকার নেই। বিজেপি সরকার ৪৪টি শ্রম আইনকে ছেঁটে ফেলে ৪টি শ্রমকোডে পরিণত করেছে। এর সবগুলিই মালিকদের স্বার্থে তৈরি।

গ্যারান্টি— শিক্ষা আরও দুর্মূল্য হবে ঃ নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষার বেসরকারি এবং ব্যয়বহুল করে তুলবে। শিক্ষার সিলেবাসে বিজ্ঞান, যুক্তি, প্রমাণের পরিবর্তে অন্ধবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষক পদ শূন্য, অন্যান্য পরিকাঠামোর চূড়ান্ত অভাব। সরকারের দায় ঝেড়ে ফেলার কারণে শিক্ষার ভগ্নদশা। বেসরকারি স্কুলে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের ঘরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেলেও গরিব ঘরের ছাত্রদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরজা হয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ বন্ধ।

সাধারণ মানুষকে ভেবে দেখতে হবে, এই সর্বনাশা গ্যারান্টি কি চান তারা?

২৪ এপ্রিল দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে সভা

লোকসভা নির্বাচনের জন্য এ বছর ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করা সম্ভব হয়নি। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে জেলাভিত্তিক বা মহকুমাভিত্তিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের শিবপুর সেন্টারে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে মাল্যদান করেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। দলের কেন্দ্রীয় অফিসে পতাকা উত্তোলন ও ছবিতে মাল্যদান করা হয়।

কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সভা

মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু।

এদিন বিকেলে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে কলকাতা জেলা কমিটির ডাকে জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক ও পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

কমরেড সৌমেন বসু এস ইউ সি আই (সি) দল গঠনের জন্য মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে সংগ্রামকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস এ দেশে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। বিজেপি তাকে আরও পোক্ত করছে। এর বিরুদ্ধে বিপ্লবী বামপন্থার শক্তি এস ইউ সি আই (সি)-কে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ভারতে বামপন্থী আন্দোলনে সিপিআই-সিপিএমের আপসমুখী ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, এস ইউ সি আই (সি) চাইলেও ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন সিপিএম চায়নি। তৃণমূলের দুর্নীতি এবং বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলন কংগ্রেস-আইএসএফ-কে নিয়ে সম্ভব নয়। তাই সমগ্র ভারতে একক শক্তিতে বিপ্লবী বামপন্থার ঝান্ডা নিয়ে ১৫১টি আসনে লড়ছে এসইউসিআই(সি)। তিনি দলের প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

২৪ এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়ায় মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বহরমপুর, সুতি, ভগবানগোলা সহ জেলার সর্বত্র ছোট-বড়ো সমাবেশের মাধ্যমে আবেগের সাথে দিনটি পালিত হয়। এদিন বহরমপুর গ্রান্ট হল ময়দানে সমাবেশে বক্তা ছিলেন দলের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রাজকুমার বসাক সহ জেলা নেতৃত্ব।

কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় উপস্থিত শ্রোতারা

মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় সমাবেশ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুরে সভা

ত্রিপুরায় দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে কর্মসূচি

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল, সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সাধন রায়। সমাবেশে সহস্রাধিক

নদিয়া জেলার পাঁচটি স্থানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কল্যাণী ও রানাঘাট জোনের আলোচনা সভা হয় চাকদার সান্যাল সদনে। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস অঞ্জন মুখার্জী ও চন্দন চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন কমরেড বরুণা দাশগুপ্ত। রানাঘাটের সরকার লজে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত। কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য, জেলা সম্পাদক কমরেড মৃদুল দাস। শান্তিপুরে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড দীপক চৌধুরী। চাপড়াতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত।

হাওড়া জেলার বাগনানে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিকেলে একটি সভার আয়োজন করে বাগনান লোকাল কমিটি। স্টেশন সংলগ্ন বাজারে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদিকা কমরেড মিনতি সরকার, জেলা কমিটির সদস্য ও উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড নিখিল বেরা এবং জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড সুখেন মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শ্যামপুরেও একটি সভা হয়। অন্যান্য জেলাতেও বহু সংখ্যক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এমএসপি নিয়ে মোদি সরকারের প্রতারণা

বিজেপি তার 'সংকল্পপত্রে' ঘোষণা করেছে, নির্বাচিত হলে কৃষকদের জন্য উচ্চহারে এমএসপি দেবে। এমএসপি হল কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। কেন এই সহায়ক মূল্য জরুরি? কারণ ভারতের কোনও রাজ্যেই কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। একদিকে সার-বীজ-কীটনাশক সহ সব কৃষি উপকরণের অত্যধিক দাম বৃদ্ধি, অন্য দিকে বাজারে ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় ভারতে লক্ষ লক্ষ কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়। ফলে কৃষক আত্মহত্যা বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় কৃষক আন্দোলনের প্রধান দাবি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে আইনসিদ্ধ করতে হবে এবং সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ফসল কিনতে হবে সরকারকে। সহায়ক মূল্য হবে উৎপাদন ব্যয়ের দেড়গুণ।

দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের চাপে অনেক টালবাহানার পর মোদি সরকার আশ্বাস দিয়েছিল এমএসপিতে কৃষিপণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করবে সরকার। কিন্তু ঘোষণাই সার। আজ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থাই তারা করেনি। এখন লোকসভা ভোটের সামনে কৃষক দরদি সাজতে এমএসপি-র সংকল্পপত্র ঘোষণা করেছে।

বাস্তবে এই সঙ্কল্পপত্র কৃষকদের সঙ্গে রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। গত বছর ৭ জুন কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে ১৭টি খরিফ শস্যের এমএসপি ৫-১০.৫ শতাংশ বাড়বে। অর্থাৎ গড় বৃদ্ধি ৭ শতাংশ। সিটি রিসার্চ দেখিয়েছে, এই সময়ে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে ৬.৮ শতাংশ। তা হলে গড়ে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি কৃষকদের সঙ্গে মস্ত বড় তামাশা ছাড়া আর কী?

তামাশার দ্বিতীয় পর্বটি হল ঘোষণা করেও কার্যকর করতে গড়িমসি করা। ক্রিসিল রিসার্চ রিপোর্ট দেখাচ্ছে উৎপাদিত ধানের মাত্র ৪৫ শতাংশ এমএসপি-তে কেনা হয়। তুলো কেনা হয় ২৫ শতাংশ, ডাল কেনা হয় ১-৩ শতাংশ। ফলে কৃষকরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন এই সঙ্কল্প তাদের সঙ্গে কত বড় প্রতারণা। মোদি সরকার কৃষিক্ষেত্রে আদানি-আম্বানিদের মতো কর্পোরেটদের ঢোকাতে কৃষক স্বার্থবিরোধী যে তিনটি কৃষি বিল এনেছিল, দেশের কৃষকরা তা ভোলেনি। কৃষকদের দাবি মানতে সরকার এক বছর ধরে টালবাহানা করার ফলে ৭০০-র বেশি কৃষককে শহিদের মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। এ রকম একটা চূড়ান্ত জনবিরোধী সরকারকে কোনও সচেতন কৃষক ভোট দিতে পারেন না। কৃষক মনে ক্ষোভের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। বর্তমান লোকসভা নির্বাচনে কৃষক সংগঠনগুলির যুক্তমঞ্চ সংযুক্ত কিসান মোর্চা বিজেপিকে পরাস্ত করার আহ্বান জানিয়েছে।

বাঁকুড়ায় লেনিন স্মরণ

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি, রুশ বিপ্লবের রূপকার লেনিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২১ এপ্রিল বাঁকুড়ায় সোনামুখীতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন লেনিন স্মরণ শতবর্ষ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক শচীন্দ্র কুমার। মহান লেনিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন প্রধান বক্তা তথা জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ সজল বিশ্বাস।

স্বপন নাগ লেনিনের মূল্যবান শিক্ষা থেকে পাঠ করে শোনান। মহান লেনিন কীভাবে তদানীন্তন সময়ে পিছিয়ে থাকা যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ায় মার্ক্সবাদের যথার্থ অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে প্রথম শোষণমুক্ত সভ্যতা গড়ে তোলেন প্রধান বক্তা তা ব্যাখ্যা করেন।

রামলালা মূর্তিতে সূর্যতিলক বিজ্ঞানের কৌশলকে অলৌকিক বলে চালানোর অপচেষ্টা বিজেপির

প্রতি বছর রামনবমীতে অস্ত্র হাতে মিছিল করা, মসজিদ বা গির্জার সামনে হল্লা করা, পাথর ছোঁড়া, অথবা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের 'সৌজন্যে' ইদানীং রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এইবার তার সঙ্গে যুক্ত হল নতুন চমক ঃ অযোধ্যার রামমন্দিরের 'গর্ভগৃহে' রামলালার কপালে 'সূর্যতিলক' দান।

বিজ্ঞানের সরল প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই কাজটি করা হয়েছে। একটি দর্পণে সৌরকিরণ প্রতিফলিত করে তাকে লেন্সের সাহায্যে সরু রশ্মিতে পরিণত করে পেরিস্কোপ সিস্টেমের সাহায্যে রামলালার বিগ্রহের কপালের মধ্যস্থানে (সঙ্গের চিত্রের ব্যবস্থানুযায়ী) ৫.৮ সেমি দৈর্ঘ্যের আলোক-রশ্মি ফেলা হয়েছে। এর পরে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই সূর্যতিলক একই রকম স্বর্গীয় শক্তির সঙ্গে বিকশিত ভারতের প্রতিটি সঙ্কল্পকে প্রোজ্জ্বল করবে।

প্রধানমন্ত্রী এই সূর্য তিলককে একটা স্বর্গীয় বিষয় বলছেন কীসের ভিত্তিতে? বিজ্ঞানের ন্যূনতম ধারণা যাঁদের আছে তাঁরা বুঝবেন এটি মোটেই 'অলৌকিক' বা 'স্বর্গীয়' কিছু নয়। বিজ্ঞানের বর্তমান উন্নতির যুগে যখন মহাকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে দূর-নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তখন সূর্যের আলো দর্পণে প্রতিফলিত করে লেন্সের সাহায্যে কোনও বস্তুর উপর এনে ফেলা অতি তুচ্ছ ঘটনা। এটি উৎসাহী স্কুল ছাত্ররাও করে দেখাতে পারে। আর এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য 'সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট, রুরকি' (সিবিআরআই) এবং 'ইন্ডিয়ান

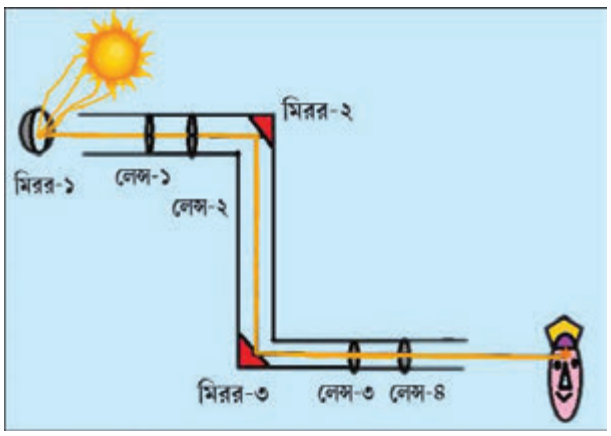

ইন্সটিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, ব্যাঙ্গালোর' (আইআইএপি)-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 'সূর্যতিলক' বরণের এই প্রকল্পে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই বিজ্ঞানের জয়গানের পরিবর্তে অধ্যাত্মবাদের জয়গান করা হয়েছে, বিজ্ঞানকে ভাববাদের কাছে খাটো করা হয়েছে। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে দেশের অগ্রগণ্য বিজ্ঞান সংস্থাগুলিকে যে কার্যত সরকারের 'গোলাম' বানিয়ে তাদের বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটি খুবই উদ্বেগজনক ঘটনা।

'সূর্যতিলক' নিয়ে নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সরকার যতই বড়াই করুক না কেন এই প্রকৌশল ভারতের কোনও মন্দিরে নতুন নয়। বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই নানা কৌশল ব্যবহার করে বিগ্রহে অথবা মন্দিরে সৌররশ্মি এনে ফেলা হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শতকে নির্মিত তামিলনাড়ুর সূর্যনার মন্দিরে, ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত ওড়িশার কোনারক মন্দিরে, পঞ্চদশ শতকে নির্মিত অন্ধ্রপ্রদেশের নারায়ণস্বামী মন্দিরে, কিংবা সমকালীন সময়ে নির্মিত গুজরাটের কোবা জৈন মন্দিরে সৌরকিরণ বিগ্রহের মুখে বা পায়ে আপতিত করা হয়েছে। সেদিনের প্রেক্ষিতে সেটি অবশ্যই বিরাট সাফল্য ছিল। কিন্তু আজ বিদ্যালয়ের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বা 'প্রোজেক্ট'-এ যখন পেরিস্কোপ, সূচিছিদ্র ক্যামেরা নির্মাণ, কিংবা প্রতিফলন বা প্রতিসরণের সূত্রের ব্যবহারিক প্রমাণ শেখানো হয়, টেলিস্কোপ বা মাইক্রোস্কোপ যখন ছাত্রছাত্রীরা

আটের পাতায় দেখুন

আমেরিকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ছাত্র বিক্ষোভ

একের পাতার পর

কিছুই শোনেনি পুলিশ।

সারা আমেরিকা জুড়ে একটার পর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ছে প্যালেস্টাইনের মুক্তির দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ। এর শুরু গত ১৭ এপ্রিল কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। একে একে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়, জর্জিয়ার ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়, বোস্টনের এমারসন কলেজ, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সহ আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। প্রায় সর্বত্রই ছাত্ররা তাঁবু খাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই অবস্থান শুরু করেছেন। এই বিক্ষোভ সরাসরি প্রশ্ন তুলছে মার্কিন সরকারের ইজরায়েল নীতির বিরুদ্ধে। বিক্ষোভ ভাঙতে মার্কিন পুলিশ শত শত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ লাঠি চালিয়ে আহত করেছে বহু ছাত্রকে, ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের গায়ে রাসায়নিক স্প্রে করার অভিযোগ উঠেছে। একের পর এক প্রদেশের সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের হুমকি দিয়ে চলেছে। তাদের সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হচ্ছে। মার্কিন শাসকদলের নেতারা হুমকি দিচ্ছেন, প্রতিবাদী ছাত্রদের কড়া শাস্তির ব্যবস্থা হবে। তবু ছাত্ররা আন্দোলনে অটল। ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন অধ্যাপক এবং গবেষকরা। দেখা যাচ্ছে মার্কিন সরকার যতই এই আন্দোলনকে ইহুদি বিরোধী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুক না কেন, ইহুদি অধ্যাপক এবং ছাত্ররা অন্যদের সাথে এক যোগেই 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' স্লোগানে গলা মেলাচ্ছেন। তাঁদের অনেকের হাতে প্ল্যাকার্ড— 'জিউস অলসো ডিম্যান্ড ফ্রি প্যালেস্টাইন'। এই আন্দোলনের দাবি একটাই— প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের ভয়াবহ গণহত্যা বন্ধ করতে হবে। মার্কিন সরকারকে ইজরায়েলি যুদ্ধে অর্থ ও অস্ত্র জোগানো বন্ধ করতে হবে, ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও কোম্পানির যন্ত্র বা সরঞ্জাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহার করা চলবে না, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও গবেষণা ইজরায়েলের সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করলে তা বন্ধ করতে হবে।

ইজরায়েলের আক্রমণে ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে সরকারি হিসাবেই ৩৪,২৬২ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এর একটা বড় সংখ্যা হল শিশু-কিশোর। একটার পর একটা হাসপাতাল, শরণার্থী শিবির, স্কুল, আবাসিক এলাকা মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলি সেনা ধ্বংস করে দিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ সহ গোটা বিশ্বের জনমত বলেছে এটা মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের চালানো গণহত্যা ছাড়া কিছু নয়। একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে প্যালেস্টাইনকে পুরোপুরি দখল করাই ইজরায়েলের উদ্দেশ্য।

এই সত্য আজ সারা বিশ্ব জানে যে, মার্কিন শাসকদের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া ইজরায়েল এই গণহত্যা চালাতে পারত না। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় তেলসমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে নিজেদের সামরিক কৌশলগত শক্তিবৃদ্ধির জন্যই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইজরায়েলের বকলমে প্যালেস্টাইনের মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে পর্যন্ত কবর দিতে বদ্ধপরিকর। একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসক আর সাধারণ জনগণের স্বার্থবুদ্ধি যে এক নয় তা এই মার্কিন ছাত্রদের প্রবল বিক্ষোভ আবার প্রমাণ করছে। কিছুদিন আগেই মার্কিন বায়ুসেনা কর্মী অ্যারন বুসনেল ইজরায়েলি দূতাবাসের সামনে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দেন। আগুনে পুড়তে পুড়তেও তিনি জোর গলায় বলে গিয়েছিলেন, প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করো। সারা বিশ্বেই বিশেষত ইউরোপের নানা দেশে যুদ্ধবিরোধী মানুষ গাজায় ইজরায়েলের এই গণহত্যা বন্ধের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকরা সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থকেই দেশের স্বার্থ হিসাবে দেখিয়ে তাদের জঘন্য দস্যুবৃত্তির জন্য মানুষের সমর্থন আদায় করতে চায়। জনগণ যখন বলে, 'নট ইন মাই নেম'— তুমি আমার নামে নরহত্যা করতে পারো না, সাম্রাজবাদীদের অভিসন্ধি মানুষের চোখে ধরা পড়ে যায়। সে দিক থেকে দেখলে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চলা ছাত্র আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মেকি দেশভক্তির মুখোশ খুলে দিয়েছে।

মার্কিন ছাত্রসমাজ এর আগেও দেশ জুড়ে আন্দোলনে নেমেছে। ১৯৬০-এ ক্যারোলিনার কৃষি কলেজ থেকে শুরু হয়েছিল সরকারের বর্ণবিদ্বেষী সার্কুলারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সারা আমেরিকায় তা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের জয় হয়। ১৯৬৮-৭০-এ ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে মার্কিন ছাত্রসমাজ উত্তাল হয়ে ওঠে। কলম্বিয়া এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ছাত্ররা বাধ্য করেছিলেন নাপাম বোমা সরবরাহকারী ডাও কেমিক্যাল এবং পেন্টাগনের সঙ্গে সমস্ত গবেষণার চুক্তি বাতিল করতে। পুলিশের গুলিতে ওহিও, মিসিসিপিতে পাঁচজন ছাত্র নিহত হন, আহত হন বহু। এই ছাত্র আন্দোলন আমেরিকার সমস্ত স্তরের মানুষকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। ফলে মার্কিন সরকার ভিয়েতনাম থেকে হাত ওঠাও— এই দাবি হয়ে ওঠে জনগণের দাবি। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ তে দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্র বিক্ষোভ, ১৯৯১ ও ২০০৩-এ ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সে দেশের ছাত্রদের বিক্ষোভ, ২০১৮-তে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনে আমেরিকার ছাত্রদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই ছাত্র আন্দোলন ভারতের ছাত্র সমাজের কাছেও আবেদন রেখে যায়। এ দেশের বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার মুখে প্যালেস্টাইনের জন্য কিছু সহানুভূতির কথা বললেও ইজরায়েলের জঘন্য যুদ্ধাপরাধকে সাহায্যই করে চলেছে। ভারতে আদানির কারখানায় তৈরি যুদ্ধাস্ত্র ইজরায়েল এই যুদ্ধে ব্যবহার করছে। তাই বিজেপি সরকারও দেশভক্তির মিথ্যা মোহ ছড়িয়ে নিজেদের দেশের একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের স্বার্থে যুদ্ধকে চলতেই দিচ্ছে। জি-২০ তে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত থেকে ইজরায়েল পর্যন্ত করিডর তৈরি ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের স্বার্থে দরকার বলেই ভারত সরকার ইজরায়েলের গণহত্যা নিয়ে নীরব। তারা সেখানে সস্তায় শ্রমিক পাঠাচ্ছে ইজরায়েলের হয়ে সিরিয়া বা প্যালেস্টাইনে প্রাণ দিতে। ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্য নিয়ে চলা ছাত্রসমাজ এর বিরুদ্ধে কি লড়বে না? এ দেশের বামপন্থী আন্দোলনে সংস্কারবাদীদের প্রাধান্যের জন্য এই আন্দোলন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও তা হচ্ছে না। এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে বেকারির জ্বালায় জর্জরিত ভারতীয় তরুণদের, যাদের সরকারের সঙ্গে যোগসাজশে নানা কোম্পানি ইজরায়েলে কিংবা ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে চালান করছে।

আমেরিকার ছাত্রদের এই আন্দোলন গোটা বিশ্বের মানুষের সামনে এ সত্যই আরও একবার তুলে ধরল যে, পুঁজির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বর্বরতা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ মুখ বুজে মেনে নিতে রাজি নয়।

পাঠকের মতামত

ওদের দেখে ভরসা হয়

নির্বাচনের ঢাক বেজে উঠেছে। জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যায় জর্জরিত মানুষকে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের মোহে বুঁদ করে রাখতে চাইছে। দেখা গেল ঠিক তখনই ২৩ মার্চ একদল তরুণ-তরুণী অন্য রকম বার্তা পৌঁছে দিল শহরতলির মানুষের কাছে।

এ দিন বিশেষ কাজে সাতসকালে বজবজে পৌঁছে দেখি স্টেশনের সামনে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী শহিদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং-এর আত্মোৎসর্গ দিবস পালন করছে। তারা বলছে, নাগরিকত্ব মানুষের জন্মগত অধিকার। হাতে রয়েছে বিভ্রান্তিকর সিএএ বাতিলের দাবি-পোস্টার। স্টেশন চত্বরের পরিবহণ শ্রমিকরাও ওদের সাথে সামিল হয়েছেন। ওই কর্মসূচি থেকে তখন ভগৎ সিং-এর চিন্তাধারায় বর্তমান সময়ে মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখছেন একজন। পথচলতি সাধারণ মানুষ ও রেলযাত্রীরা দাঁড়িয়ে শুনছেন সেই বক্তব্য। কিন্তু ওরা কারা? হাতের পোস্টার ও ব্যানার দেখে জানা গেল ওরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর কর্মী-সমর্থক।

খানিক পরে দেখি, বাওয়ালি মোড়ে রাস্তার উপর জটলা। একদিকে অভিভাবকদের হাত ধরে ছোট শিশুরা, অন্য দিকে একদল তরুণ-তরুণী। দেখা গেল এখানেও বিপ্লবী ভগৎ সিং স্মরণে কর্মসূচি চলছে। জানা গেল, এখানে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ বাওয়ালি শাখার সহযোগিতায় নবউন্মেষ সামাজিক মঞ্চের সদস্যরা বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করেন। বর্তমান সময়ে অপসংস্কৃতির গড্ডলিকা স্রোতের বিপরীতে শিশুদের রক্ষার উদ্দেশ্যে ওরা এই কর্মকাণ্ড নিয়েছে। কর্মসূচি শেষ হলে কৌতূহল নিয়ে ওদের সাথে বাওয়ালি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে প্রবেশ করি। সেখানে শিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়াদের সামনে ভগৎ সিং চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নরেন্দ্রনাথ কুলে। উপচে পড়া হলে ওই অঞ্চলের শিক্ষানুরাগী ও সমাজকর্মী বাসুদেব কাবড়ি ও নবউন্মেষ সামাজিক মঞ্চের সংগঠক সঞ্জয় দাস এলাকায় এলাকায় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলতে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার আবেদন রাখেন।

ফেরার পথে চায়ের দোকানে গিয়ে শুনি ওদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনা। কেউ বলছেন, 'ভোটের মিটিংয়ের বদলে বিপ্লবী ভগৎ সিং স্মরণে এত লোকজন! একজন বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'এত বছর ভোট দিয়ে তো আমাদের জীবনে বদল কিছু ঘটল না। কিন্তু ওদের দেখে কেমন যেন ভরসা হয়, ওরাই পারবে বদলাতে'। ফেরার ট্রেনে উঠে ভাবছিলাম, কবে এই শক্তি আরও বড় হয়ে এ পঙ্কিল জীবন থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে। অপেক্ষা তারই।

ভক্তি বিশ্বাস
গোবরডাঙা, উত্তর ২৪পরগণা

বিনা মন্তব্যে

শিলিগুড়ির একটি এলাকায় নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে দলের কর্মীদের সঙ্গে সিপিএমের এক লোকাল কমিটির সদস্য এবং বুথ সভাপতির সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বলেন, একটি মিটিংয়ে গিয়ে যখন জানতে পারলাম কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়তে হবে তখন প্রস্তাব দিয়েছিলাম এস ইউ সি আই (সি)-র সাথে জোট করলে তো ভাল হত, ওরা বামপন্থী আমরাও বামপন্থী। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষদের আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে পারতাম। কিন্তু নেতারা বললেন, এটা ওপরতলার সিদ্ধান্ত। আমাদের এটা মানতে হবে। এটা শুনে আমি মিটিং থেকে চলে আসি। পরে লোকাল কমিটির সম্পাদক ফোন করে বলেন, দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করতে হবে। আমি ওই প্রচারে যাইনি। প্রচার আমি বয়কট করেছিলাম। তিনি বলেন, আমাকে কিছু হ্যান্ডবিল দিন। আপনাদের তো প্রচারের জন্য টাকা দরকার। আমি মোটর ভ্যান চালাই। আমার কাছে ১০০ টাকা আছে, এই টাকাটা নিয়ে যান। আগামী দিনে দল যদি এসইউসিআই-এর সঙ্গে জোট না করে তবে দল ছেড়ে সবাইকে নিয়ে আমি আপনাদের দলে যুক্ত হব।

* * *

যাদবপুরের এইট বি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রচারের সময় সিপিএম-এর এক যুবকর্মী বললেন, কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের এই জোটের জন্যই দলের যতটুকু অস্তিত্ব ছিল সেটাও মুছে যাবে। আর এসইউসিআই দলটাই একমাত্র থাকবে। বললেন, বাড়িতে আসুন। গণদাবী কাগজটা আমাকে দেবেন।

* * *

উত্তর কলকাতা লোকসভার ট্যাংরার এক বস্তি এলাকায় দলের পথসভা দীর্ঘক্ষণ ধরে

উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড নিখিল বেরার প্রচার মিছিল

শুনছিলেন এক শ্রমজীবী মহিলা। হাসপাতালে আয়ার কাজ করেন। নাইট ডিউটি করতে চলে যাওয়ার আগে বলে গেলেন, অনেক আশা নিয়ে সিপিএম করতাম। ওরা বামপন্থা ছেড়ে আমাদের বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে। আপনারা বামপন্থার রাস্তা ছাড়বেন না— কথা দিন।

* * *

আরামবাগ বাজারে দলের প্রার্থী কমরেড সুকান্ত পোড়েলের সমর্থনে প্রচার চলার সময়ে একটি মিষ্টির দোকানে দেখা হয় এক আইনজীবীর সঙ্গে। 'লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আগে বিচার করুন' বইটি দেখেই কিনে নিলেন। বললেন, তোমাদের পার্টির শুরু তো দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। এখন কেমন অগ্রগতি হচ্ছে? এ বার রাজ্যের ৪২টি আসনেই একক ভাবে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে শুনে মুখটা উজ্জ্বল হল। তিনি দোকানদারকে একটি বই নেওয়ার জন্য বললেন। কর্মীদের বললেন, আমার কোনও সাহায্য লাগলে বলবেন।

* * *

হুগলির নালিকুল গ্রামে প্রচারের সময়

মথুরাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড বিশ্বনাথ সরদার মানুষের সাথে কথা বলছেন

প্রচারে ব্যস্ত রানাঘাট কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড পরেশ হালদার

একজনের বাড়িতে গেলে ভদ্রলোক তাঁর সংগ্রহে থাকা কমরেড প্রভাস ঘোষের তিনটি বই বের করে দেখালেন। বললেন, আমি নেতাজির ভক্ত। প্রভাসবাবুর নেতাজি সম্পর্কে বইটি পড়েছি। সম্পূর্ণ সঠিক। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো পেটিবুর্জোয়ায় পরিণত হয়েছে। বাইরে বামপন্থী খোলস, ভেতরটা বুর্জোয়া।

* * *

চুঁচুড়া ডিএম অফিসে নমিনেশন জমা দিয়ে ফেরার সময় এক পুলিশ কর্মী বলেন, লড়াই চালিয়ে যান। আপনাদের লড়াই সফল হবেই। পাড়ুয়া ব্লকের দ্বারবাসিনী বাজারে প্রচারের সময় এক চিকিৎসক জোর গলায় বললেন, 'দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা এগুলোর বিরুদ্ধে আপনারাই লড়ে যাচ্ছেন। এই লড়াই আপনারাই পারবেন। নানা জায়গায় আপনাদের সংগঠন যে বাড়ছে এটা আশার সঞ্চার করে।'

* * *

ব্যান্ডেলে নির্বাচনী বই বিক্রির সময় এক সিপিএম কর্মী বলেন, সিপিএম একটি বামপন্থী দল হয়েও তার কংগ্রেসের হাত ধরা আমি মানতে পারছি না। আপনারা যে ভাবে লড়ছেন সেটাই সঠিক রাস্তা। আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকতে চাই।

* * *

কলকাতায় প্রচার চলাকালীন কর্মীদের একটি গ্রুপ এক বাড়িতে কলিং বেল দিতে এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন। আসার উদ্দেশ্য জানাতেই তিনি সোৎসাহে বলে উঠলেন, আরে আজ সকালেই তো আপনাদের নিয়ে আলোচনা করছিলাম। হাতে প্রার্থীর পরিচয়পত্রটা দিতেই বসার ঘরে উপস্থিত কয়েকজন বন্ধুকে দেখিয়ে বললেন, আমরা তো ঠিক করেছিলাম এ বার ভোটই দেব না। আপনারা এলেন, ভোট দেওয়ার একটা জায়গা পেলাম। কংগ্রেসকে ভোট আমরা কোনও মতেই দিতে পারব না।

কর্মীদের হাতে কিছু চাঁদা দিয়ে বললেন, আপনারা এই রাস্তার সব বাড়িতে যাবেন তো? একজনের নাম করে বললেন, ওনার সঙ্গে দেখা করবেন। কোনও অসুবিধা হলে বলবেন, আমি পাঠিয়েছি। বললেন, ভাল করে প্রচার করুন। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।

* * *

কলকাতার বরানগরে প্রচারের সময় এক ব্যক্তি বললেন, একদম সঠিক ইস্যুতে এস ইউ সি আই আন্দোলন করে। তোমাদের দেখি সারা দিন অমানুষিক খাটতে। তোমরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করো। চারদিকে এত স্বার্থবোধ, লোভ-লালসা, রাজনীতিতেও আজ পয়সার লোভ, এর বিপরীতে তোমরা হাঁটছো কী করে! শুনলাম তোমরা ১৫১টা সিটে লড়ছ। এত শক্তি তোমরা পাও কোথা থেকে তা জানতে খুব ইচ্ছা করে।

* * *

উত্তর কলকাতার এক বিশিষ্ট সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার তাঁর ফেসবুকের দেওয়ালে লিখেছেন, 'আমি আমার ডাক্তার, সোনার ছেলে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিপ্লব চন্দ্র'কে ভোট দেব কলকাতা উত্তরে। আমি তাঁকে বহুদিন চিনি। আদ্যন্ত সৎ ছেলেটি অনেক কালের স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিটি আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ওর সঙ্গে আয়লার দুর্যোগে একাধিক মেডিকেল ক্যাম্পে আমি অংশগ্রহণ করেছি। মানুষ হিসেবে দেখেছি তাকে।'

আরও লিখেছেন, 'আপনি কলকাতা উত্তরে ডাঃ বিপ্লব চন্দ্রকে ভোট নাই দিতে পারেন, কিন্তু ভাল লোক রাজনীতিতে আসে না, এটা আর বলবেন না।'

মোদি সরকারের শ্রমকোড

শ্রমিক অধিকার হরণের নীল নক্সা

এ বারের ১ মে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ভারতে পালিত হয়ে গেল অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের আবহে। এই নির্বাচনে শ্রমিক শ্রেণির কর্তব্য কী, তাদের জীবনের সমস্যাগুলি এই নির্বাচন, সরকার গঠন, সরকারের পরিবর্তন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমাধান হবে কি না বা সমাজের জন্য অন্য কোনও বিপ্লবী শক্তিকে খোঁজা জরুরি কি না— এগুলিই মূল বিচার্য বিষয়। শ্রমিক শ্রেণির সামনে এখন প্রধান সমস্যা কী? ভারতের শ্রমজীবী মানুষের সামনে মারাত্মক বিপদ হিসাবে এসেছে কেন্দ্রের মোদি সরকারের 'শ্রম কোড'।

ভারতের মালিক শ্রেণি তাদের স্বার্থে বহুদিন ধরেই প্রচলিত শ্রম আইনগুলির পরিবর্তন দাবি করে আসছিল। ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কংগ্রেস নেতা বিজয় ভার্মার নেতৃত্বে দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশন গঠন করে। এই শ্রম কমিশন ২০০২ সালে দেশের সমস্ত শ্রম আইনগুলিকে কোডে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব পেশ করে। সেই প্রস্তাবে মালিক শ্রেণির স্বার্থে শ্রমিকদের অধিকার হরণের বিষয়গুলি উল্লেখিত ছিল। মোদি সরকার ২০২০ সালে করোনা অতিমারির সুযোগে পার্লামেন্টে কোনও আলোচনার সুযোগ না দিয়ে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রম কোড পাশ করিয়ে নেয়।

কেন্দ্রীয় সরকার ৪৪টি শ্রম আইন বাতিল করে ৪টি শ্রম কোড এনেছে। এই শ্রম কোড কেন চূড়ান্ত শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী? কারণ এর মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের প্রায় সব অধিকার হরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কোডের ৭৭(১), ৭৮, ৭৯, ৮০ ধারা অনুযায়ী ২৯৯ জন পর্যন্ত শ্রমিক কাজ করে এমন কারখানায় লে-অফ, ছাঁটাই এবং ক্লোজার করার জন্য মালিকদের সরকারের কাছ থেকে উপযুক্ত অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ তারা ইচ্ছে করলেই ছাঁটাই করতে পারবে। আগে শিল্পবিরোধ আইনে ১০০ বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করে এমন কারখানায় শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ওই সব পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি ছিল বাধ্যতামূলক।

নতুন শ্রম কোডে ফ্যাক্টরির সংজ্ঞাও বদলে দেওয়া হয়েছে। শ্রম আইনে ফ্যাক্টরির সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল বিদ্যুৎ চালিত কারখানায় ১০ জন ও বিদ্যুৎ হীন কারখানায় ২০ জন শ্রমিক থাকলে ফ্যাক্টরি বলে চিহ্নিত হবে এবং শ্রমিকরা ফ্যাক্টরি আইনের সকল সুযোগ পাবে। শ্রম কোডে মোদি সরকার তা পাল্টে দিয়েছে। বিদ্যুৎ-নির্ভর কারখানায় ২০ জন ও বিদ্যুৎহীন কারখানায় ৪০ জন শ্রমিক থাকলে তা কারখানা বলে পরিগণিত হবে। এর ফলে বহু মালিক যথাক্রমে ১৯ জন বা ৩৯ জন শ্রমিক দিয়ে কারখানা চালিয়ে শ্রমিকদের সমস্ত আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে। ঠিকা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সংখ্যা ২০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ জন করা হয়েছে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৫ জন থেকে বাড়িয়ে ১০ জন করা হয়েছে। এর ফলে শ্রমিকরা ব্যাপকহারে কাজ হারাবে। হারাবে আইনের সুরক্ষা ও অধিকার। মালিকরা পাবে ছাঁটাই ও শোষণ-বঞ্চনার অবাধ স্বাধীনতা।

আগে মজুরি ছিল তিন প্রকারের। (ক) মিনিমাম ওয়েজ (ন্যূনতম মজুরি)—যার কম মজুরি দিলে কোনও শ্রমিক পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। (খ) ফেয়ার ওয়েজ—কোনও মতে বাঁচার মতো মজুরি। (গ) লিভিং ওয়েজ—বাঁচার মতো মজুরি। এখন মোদি সরকার শ্রম কোডের মধ্য দিয়ে এনেছে ফ্লোর ওয়েজ ব্যবস্থা। এই 'ফ্লোর ওয়েজ' প্রচলিত ন্যূনতম মজুরির থেকে কম। শ্রমিকরা জানেন ১৯৫৭ সাল থেকে ন্যূনতম মজুরি শ্রমিকদের দেওয়া আইনত বাধ্যতামূলক। যে মালিক ন্যূনতম মজুরির কম মজুরি দেবেন তিনি আইনভঙ্গকারী হিসাবে চিহ্নিত হবেন এবং আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবেন। এই শাস্তির হাত থেকে মালিকদের বাঁচানোর জন্য এবং আরও কম মজুরি শ্রমিকদের দেওয়াকে আইনসম্মত করার জন্যই ফ্লোর ওয়েজের বিষয়টি কোডে এসেছে। চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ন্যূনতম মজুরির থেকে কম মজুরি দেওয়ার অর্থই হল শ্রমিকদেরকে নিশ্চিত অর্ধাহার, অনাহারের দিকে ঠেলে দেওয়া। মোদি সরকার এই কাজটি করল।

নতুন শ্রম কোডে আনা হয়েছে 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট' তথা চুক্তিভিত্তিক কাজ। এর ফলে মালিকরা কিছু শর্তসাপেক্ষে শ্রমিক নিয়োগ করে। শর্তটা স্থায়ী কিন্তু কাজটা স্থায়ী নয়। এই চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের থাকবে না কাজের কোনও স্থায়িত্ব। মেয়াদ পূরণের আগে, চাকরি হারানোর ভয়ে শ্রমিকরা থাকবে শঙ্কিত। এই কারণে মালিকদের কোনও বঞ্চনার প্রতিবাদও করতে পারবে না। স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা, যা এতদিন বলবৎ ছিল তা ধ্বংস করা হল এই কোডের মাধ্যমে। ফলে মালিকদের শোষণ অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে।

শ্রম কোডে বলা হয়েছে, কোনও শিল্প বা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করতে হলে ১৪ দিন আগে শ্রমিকদের নোটিস দিতে হবে। বর্তমান আইনে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ক্ষেত্র বাদ দিয়ে আর কোথাও ধর্মঘট করার জন্য নোটিস দেওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। শ্রম কোডের মধ্য দিয়ে সেই অধিকার খর্ব করা হল। শুধু তাই নয়, শিল্প বিরোধ বিষয়ে সরকারের শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে আলোচনা শুরু করা হলে—যতদিন আলোচনা চলবে ততদিন ধর্মঘট করার কোনও অধিকার শ্রমিকদের থাকবে না। মালিকপক্ষ ও তার তল্পিবাহক সরকার এই সুযোগে আলোচনা

আটের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (সি)-র আবেদন

একের পাতার পর

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের অভ্যুত্থান ঘটে নতুন রূপে। তৈরি হয় নব কংগ্রেস বা ইন্দিরা কংগ্রেস। সেই ইন্দিরা কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সালের নির্বাচনে পুলিশ প্রশাসন আর দুষ্কৃতীদের দিয়ে ব্যালট বাক্স নদীতে ফেলে, একের পর এক বুথ দখল করে, ছাপ্পা ভোট দিয়ে নির্বাচনকে পরিপূর্ণ প্রহসনে পরিণত করে সরকারি ক্ষমতায় আসীন হয়। বামপন্থী কর্মীদের উপর নামিয়ে আনে পুলিশি নির্যাতন। পুলিশের সহযোগিতায় চালানো হয় একের পর এক হত্যাকাণ্ড। মানুষের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করে ইন্দিরা কংগ্রেস জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে।

এরপর ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) থাকলে পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন হবে এবং সরকার অসুবিধায় পড়বে— এই অজুহাতে এস ইউ সি আই (সি)-কে বাদ দিয়ে সিপিআই(এম) তাদের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে। দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় তারা সরকার চালায় এবং তাদের শাসনকালে একের পর এক জনবিরোধী ও অবাম নীতি গ্রহণ করার ফলে মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অন্য দিকে ২০১৪ সালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের পরিণতিতে নানা প্রতিশ্রুতি এবং ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হয়। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ২০১৪ সালের ১৬ অক্টোবর কলকাতায় সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রকাশ কারাটের সাথে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আলোচনা হয়। তার পূর্ণ বিবরণ একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এরপর ২০১৫ সালে দিল্লিতে ৬টি বামপন্থী দলের বৈঠকে যুক্ত কর্মসূচির বিষয়ে কথা হয়। সর্বভারতীয় স্তরে ৬ দলের একটি জোট তৈরি হয়। বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই জোটের পক্ষ থেকে কিছু যৌথ কর্মসূচিও সংগঠিত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দলগুলির সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যৌথ কর্মসূচি পালিত হয় এবং তাতে আমরা আজও সামিল।

বর্তমানে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অবস্থা হল, এক দিকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা-মন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেলে বন্দি। কয়লা পাচার, গরু পাচার, শিক্ষক সহ সমস্ত নিয়োগে দুর্নীতি এবং আমফানের ত্রাণের টাকা নিয়ে দুর্নীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভের সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি নির্বাচনে বাজিমাত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। অথচ এই বিজেপি একদিকে পিএম কেয়ারস ফান্ড, ব্যাপম কেলেঙ্কারি, হাজার হাজার কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড সহ অসংখ্য রকম দুর্নীতির পাঁকে পুরোপুরি ডুবে রয়েছে এবং অন্য দিকে বিপুল অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে আদানি-আম্বানিদের নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে, মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। নির্বাচনের আগে দেওয়া নিজেদের সকল প্রতিশ্রুতিকে জুমলা বলে উড়িয়ে দিয়ে তারা সমগ্র দেশবাসীর প্রতি প্রতারণা করেছে। বাস্তবে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে কংগ্রেসের পথে তারা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে ধর্ম-বর্ণ নিয়ে চূড়ান্ত বিভেদ সৃষ্টি করছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটাচ্ছে, বিরোধী কণ্ঠস্বর বন্ধ করতে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি দৃঢ়তর করছে।

এই অবস্থায় জনসাধারণের সত্যিকারের বিকল্প ছিল বামপন্থী দলগুলির সংগ্রামী ঐক্যের ভিত্তিতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন সংগঠিত করা এবং নির্বাচনে সেই গণআন্দোলনের লাইন নিয়েই অংশগ্রহণ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিপিআই(এম) নেতৃত্ব তা করলেন না। বরং ২০১৫ সালে তৈরি হওয়া ৬ পার্টির বামপন্থী জোটকে আমাদের সাথে কোনও রকম আলোচনা ছাড়াই ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট একতরফা ভেঙে দিলেন। বামপন্থী জোটের পরিবর্তে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করলেন। সবচেয়ে বেশি দিনের শাসনে যে কংগ্রেস অর্থনৈতিক বৈষম্যকে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে, যাকে বিজেপি আরও ভয়াবহ করে তুলেছে— যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করেই পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের গৌরবগাথা, যে কংগ্রেস জরুরি অবস্থা জারি করেছে, ভাগলপুরে দাঙ্গা ঘটিয়েছে, নেলির গণহত্যা সংঘটিত করেছে, শিখ নিধন যজ্ঞের হোতা এবং যে কংগ্রেস বাবরি মসজিদের তালা খুলে সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে ভোটের স্বার্থে উস্কে দিয়েছে— নির্বাচনে দু-একটি আসন লাভের আশায় সিপিএম সেই কংগ্রেসের সাথে জোট গঠন করে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী ঐতিহ্যকে চূড়ান্তভাবে জনসাধারণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। এর দ্বারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মহান আদর্শ, বামপন্থা এবং লাল ঝান্ডার মর্যাদা প্রবলভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

আপনারা সকলেই জানেন, আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন সমস্ত সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে একটার পর একটা গণআন্দোলন পরিচালনা করে চলেছে। যতদিন বামপন্থী আদর্শ নিয়ে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন চলেছে, যতদিন না সেই ঐক্য ভেঙে দেওয়া হয়েছে— সেই আন্দোলনে আমরা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছি। সাথে সাথে নির্বাচন যখন এসেছে, গণআন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি। এটাই যথার্থ মার্ক্সবাদী, বামপন্থী শিক্ষা।

এ বারের নির্বাচনে একক বামপন্থী দল হিসেবে গোটা দেশে ১৯টি রাজ্যে এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট ১৫১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। পশ্চিমবাংলার ৪২টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। একক বামপন্থী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) দলই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আসনে এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রাজ্যে নির্বাচনী সংগ্রামে সামিল হয়েছে পশ্চিমবাংলা সহ সারা দেশে বিপ্লবী বামপন্থার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে। এ কথা ঠিক, পশ্চিমবাংলা সহ অনেক রাজ্যে এমন বহু লোকসভা কেন্দ্র আছে যেখানে বামপন্থী দল হিসাবে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি)-ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষকে অতীতের বামপন্থী আন্দোলনের গৌরবের প্রতি মর্যাদা দিয়ে বিপ্লবী বামপন্থার প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের বিজয়ী করবেন— যাতে তারা লোকসভার অভ্যন্তরে জনসাধারণের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরতে পারে এবং বামপন্থী আন্দোলনের মর্যাদাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আজ দিন এসেছে সংগ্রামী বামপন্থার শক্তিকে আরও সংহত ও সুদৃঢ় করার। বামমনস্ক মানুষের কাছে এই আমাদের আন্তরিক আবেদন।

অভিনন্দন সহ

চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 37 Bengali Weekly May 3, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রতিষ্ঠা দিবসে

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে শিবপুর সেন্টারে দলের প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। (ডানদিকে) দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

নেপালে আন্তর্জাতিক লেনিন সেমিনার

২২-২৩ এপ্রিল নেপালে লেনিন শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী

অলৌকিক বলে চালানোর অপচেষ্টা বিজেপির

পাঁচের পাতার পর

অনায়াসেই ব্যবহার করছে, তখন 'সূর্যতিলক' বরং নেহাতই 'সামান্য ঘটনা'। কিন্তু তাকেই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে 'বিরাট', 'অভূতপূর্ব', 'স্বর্গীয়' বলে বিজেপি এবং তার অনুচর 'গোদি মিডিয়া' প্রচার করছে।

মানুষের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে আমাদের দেশে বাবাজি, মাতাজি, ভণ্ডদের কারবার নতুন নয়। সাঁইবাবার বিভূতি বিতরণের কৌশল ফাঁস করে দিয়েছিলেন পি সি সরকার (জুনিয়র)। হাইড্রলিক লিফটের সাহায্যে কালো চাঁদোয়াকে কাজে লাগিয়ে হরিয়ানার এক 'গডফাদার' স্বর্গ থেকে নামতেন। বর্তমানে তিনি নানা অপরাধে জেলবন্দি। পরশুরামের (রাজশেখর বসু) লেখায় 'বিরিঞ্চিবাবা' এমন বাস্তব দেখেই সৃষ্টি। একবিংশ শতকে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির যুগেও তাদের দাপট একটুও কমেনি। জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, 'ভৃগু', প্রমুখদের বিজ্ঞাপন ট্রেনে-বাসে-শহরে-নগরে সর্বত্র।

ভারতের সংবিধানের ৫১(ক) ধারাকে প্রয়োগ করে এই সব ঠগবাজ, ভণ্ড, প্রতারকদের বিরুদ্ধে সহজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তার পরিবর্তে সরকারি নেতারা এদের ডেরায় ছুটছেন। তাই নির্মলানন্দ থেকে আসারাম বাপু, রামপাল থেকে রামরহিম, 'যোগগুরু' রামদেব থেকে ফুরফুরা শরিফের ভাইজান — এঁদের রমরমা। যে দেশ বিদ্যাসাগর, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সি ভি রামনের মতো মানুষের জন্ম দিয়েছে, সেই দেশে পৃষ্ঠটানকে কাজে লাগিয়ে 'গণেশের দুধপানের' মতো গণপ্রতারণার ফাঁদ পাতা যায়। জবাফুলের রস ছুরিতে মাখিয়ে তা দিয়ে লেবু কেটে শত্রুর রক্ত আনার খেল দেখানো হয়। বামনহাটি গাছের টুকরো এবং 'সিফার্স নট' নামক বিশেষ গিঁটের যুগলবন্দিতে জন্ডিসের মালা বড় হয়। বিজ্ঞানের এই কৌশলগুলি না জানা থাকলে তাকে 'অলৌকিক' বলে রটানো যায় এবং গ্রহ-রত্ন, তাবিজ, মাদুলি, 'দেবদত্ত' অষ্টধাতুর আংটি, প্রসাদ, বিভূতি নগদ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

অনেকদিন আগে ১৯৪৮ সালে মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রকৌশলের- প্রযুক্তির সংমিশ্রণ হল ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ভিত্তি। কংগ্রেস এই কাজ শুরু করেছিল। বিজেপি তাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। ভোটের বাজারে এই সব চমক দিয়েই গদি রক্ষার আশায় বিজেপি।

শ্রমিকের অধিকার হরণের নীল নক্সা

সাতের পাতার পর

বিলম্বিত করতে থাকবে। ফলে শ্রমিকরা আইনসম্মত ভাবে ধর্মঘটে যেতে পারবেন না। আরও বলা হয়েছে যে, অর্ধেকের বেশি শ্রমিক একযোগে ছুটি নিলে তা ধর্মঘট হিসেবে বিবেচিত হবে এবং মালিক এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে।

বর্তমান শ্রম কোড ব্যাপক ভাবে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করার সিংহদরজা খুলে দিয়েছে। পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত কোডে এই স্থায়ী কাজের ধারণাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই কোডে কোর অ্যাক্টিভিটিতেও ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করার অধিকার মালিকদের দেওয়া হয়েছে যা বর্তমান আইনের পরিপন্থী। পরিষেবা ক্ষেত্রেও যেমন ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স ইত্যাদিতে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের ঢালাও অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর ঠিকা শ্রমিক মানেই হল তার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না এবং মজুরিও কমে যাবে।

শ্রম কোডে পিএফ এবং পেনশন কমানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কোড অনুযায়ী প্রফিডেন্ট ফান্ডে কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তার উভয়ের প্রদেয় মজুরির অংশ মূল বেতনের ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এতে কর্মচারীর পিএফ অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ৪ শতাংশ করে কম টাকা জমা পড়বে। এর ফলে অবসরের সময় শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রাপ্য টাকা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। কমে যাবে পেনশনের টাকাও। ইএসআই-এর গুরুত্ব নানা ভাবে লঘু করা হয়েছে।

শুধু কেন্দ্রের বিজেপি নয়, রাজ্যের তৃণমূল সরকারও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতি নিয়ে চলছে। এই পশ্চিমবঙ্গে চলছে বিজি প্রেস সহ নানা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া, ছাঁটাই, স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে ব্যাপক হারে চুক্তিতে নিয়োগ, পিএফ এবং গ্র্যাচুইটির টাকা আত্মসাৎ ও স্বল্প মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ। সরকারি ক্ষেত্রে বহু শূন্যপদ পড়ে আছে, কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে না। শিক্ষক, নার্স ও সরকারি কর্মচারী সহ যতটুকু নিয়োগ হয়েছে, তাতেও ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ শিল্প চটকলে এবং চা শিল্পে চলছে ভয়ঙ্কর শোষণ ও বঞ্চনা। বহু চটকল বন্ধ। চা শিল্পে এখনও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। নেই বন্ধ চা বাগানগুলি খোলার উদ্যোগ। বন্ধ কারখানার শ্রমিকের আত্মহত্যা আজ নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য সরকার হাইকোর্টের রায় সত্ত্বেও সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক সহ অন্যান্য কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ দিচ্ছে না।

দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা আজ মোট শ্রমিক সংখ্যার ৯০ শতাংশের বেশি। তাঁদের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। তাঁদের জন্য নেই বাঁচার মতো মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের প্রতি সরকারের কোনও দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে বলে সরকার মনে করে না। সমাজের জন্য উৎপাদনে এঁদের ভূমিকা অপরিসীম। অথচ পুঁজিবাদী সমাজে এঁরা ভীষণভাবে শোষিত ও উপেক্ষিত।

এই প্রেক্ষাপটে শ্রমিক শ্রেণির কর্তব্য হল চূড়ান্ত শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যে যে সরকারগুলি চলছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। একই সঙ্গে মনে রাখা জরুরি, পুঁজিপতিদের অপর জোট ইন্ডিয়ার শরিক দলগুলিও কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে যে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ করা।

ঐতিহাসিক মে দিবস শ্রমের সময় ৮ ঘণ্টায় রাখার এবং শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথে ভাস্বর। সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয় এবং শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদী শাসন ও পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন মে দিবসের অর্জনকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। আরারও শুরু হয়েছে ১০-১২ ঘণ্টা করে কাজ করানোর প্রক্রিয়া। পুঁজির শোষণ যে হারে বেড়ে চলেছে সরকার যেভাবে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ভূমিকা নিয়ে চলছে তার বিরুদ্ধে আবারও শ্রমিক বিক্ষোভ অনিবার্যভাবে ফেটে পড়বে।

সেই বিক্ষোভ সঠিক দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হলেই তা পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারবে। যথার্থ শ্রমিক শ্রেণির পার্টি ছাড়া শ্রমিকদের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারে না। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে নির্বাচনেও শ্রমিক শ্রেণি শক্তিশালী করবে তার শ্রেণি দলকে।

Editor : Amitava Chatterjee Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 Phone: 9433451998, 9432889347 E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com